

জাতীয়

পানির ন্যায্য হিস্যা চায় বাংলাদেশ: হুমায়ুন কবির



প্রতিবেদক: alamin dhakaprobe

প্রকাশের তারিখ: বৃহস্পতিবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৬, ১২:৪৭ PM



বাংলাদেশ ভারতের কাছে পানির ন্যায্য হিস্যা চায় বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, পানি বণ্টনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের অবস্থান বাংলাদেশের পক্ষে। দেশের জনগণের সমর্থন ও আকাঙ্ক্ষাও আলোচনার টেবিলে বাংলাদেশের অবস্থানকে শক্তিশালী করছে।

বৃহস্পতিবার ঢাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিআইএসএস) অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক সেমিনারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। পানির ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন ভাবনা: তরুণ নেতৃত্ব, ন্যায্যবিচার ও সহযোগিতা শীর্ষক এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

হুমায়ুন কবির বলেন, ভারতের সঙ্গে পানি সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার দেশের স্বার্থে সর্বোচ্চটা আদায় করতে চাইবে। পানি ইস্যুতে দুই দেশের সহযোগিতা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ও সংলাপ প্রয়োজন।

এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটিতে ভারতীয় পক্ষের প্রতিনিধিদের নাম চাওয়া হয়েছে। হুমায়ুন কবির বলেন, “আমরা ভারতের কাছে নাম চেয়েছি, যাতে আমাদের প্রতিনিধিরা তাঁদের সঙ্গে সংলাপ ও আলোচনা শুরু করতে পারেন। এখন আমাদের তাঁদের জবাবের অপেক্ষা করতে হবে।”

ভারতের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার আশা প্রকাশ করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, খুব শিগগির এ বিষয়ে জবাব পাওয়া যেতে পারে। এরপর দুই দেশের মধ্যে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে পরবর্তী দফার পানি চুক্তি নবায়নের পথ তৈরি হবে।

বাংলাদেশ ও ভারতের ১৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের বিষয়েও আলোচনা চলছে বলে জানান হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, “এখানে কথাবার্তা ও আলোচনা চলছে এবং চলবে। আমাদের অবস্থান থেকে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।”

দুই দেশের মধ্যে আন্তরিকতা থাকলে পানি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধান সম্ভব বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর মতে, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, নেতৃত্ব পর্যায় এবং পানি নিয়ে কাজ করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সহযোগিতার মানসিকতা থাকলে এ বিষয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

পানি বণ্টন নিয়ে আলোচনায় আন্তর্জাতিক আইনের অবস্থান বাংলাদেশের অন্যতম ভিত্তি বলেও উল্লেখ করেন হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, “আলোচনা, ডায়ালগ এবং কূটনীতির মাধ্যমেই কেবল এই বিষয়গুলো সমাধান করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক আইনের যে অবস্থানগুলো রয়েছে, সেগুলোকেও বিবেচনায় রাখা হচ্ছে।”

দেশের ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলায় প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, অতীত বা সাধারণ ধারায় কাজ না করে গুণগত উপায়ে দেশের ভবিষ্যতের সংকট ও বিষয়গুলো মোকাবিলা করতে চায় বাংলাদেশ।

এ বিভাগের আরও খবর



বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য ইন্দোনেশিয়ার অন-অ্যরাইভাল ভিসা চালুর আলোচনা
বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে ভিসা ও ভ্রমণপ্রক্রিয়া সহজ করা, দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য বাড়ানো এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা...



গঙ্গার পানি নিয়ে ভারতের প্রতিনিধিদের নাম চেয়েছে বাংলাদেশ
ভারতের সঙ্গে পানি সহযোগিতা বাড়াতে একটি কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ। এই কমিটিতে আলোচনার জন্য ভারতীয় পক্ষের প্রতিনিধিদের নাম চাওয়া হয়েছে। গঙ্গার...



রামপালে ৪৪২ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন
বাসেরহাটের রামপালে ৪৪২ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ৪৯৮ ক...



ফ্যাসিস্ট হাসিনার প্রত্যাৰ্পণ একটি আইনি প্রক্রিয়া: রণধীর জয়সওয়াল
কমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাৰ্পণকে একটি আইনি বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেছে ভারত। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়...